বস্তায় আদা চাষ নিয়ে কিছু কথা

ড. মলয় কুমার সামন্ত
ড. সুখেন চন্দ্র ঢ্যাং

নদীয়া কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র
বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ
গয়েশপুর, নদীয়া–৭৪১২৩৪

কেনবস্তায় আদা চাষ করবেন:

১) ছায়া- আলো পরিবেশ, জলনিকাশি ব্যবস্থা আছে- এমন জায়গায়আদা চাষ ভালো হয়।বাগান অথবা বাড়ির পিছনেএই ধরনের ছায়াযুক্ত যে কোন স্থান, যা সাধারণভাবে চাষে ব্যবহার করাযায় না, সেই স্থানেরজমি আদা চাষে ব্যবহারকরা যায় ।

২) আদার মূলদুটি রোগ- তা মাটিথেকে ছড়ায়, ফলে মাটি এবংতার সঙ্গে অবশ্যই বীজ শোধন খুবজরুরী। বস্তায় আদা চাষ করারক্ষেত্রে বীজ ও মাটিশোধন- এই দুইটি কাজ খুব ভালোভাবেকরা সম্ভব। তাই বস্তার আদাচাষ তুলনামূলকভাবে মাটির থেকে ভালো হয়।

৩) বস্তার আদা চাষে মাটিআলাদা সংগ্রহ করে তার সঙ্গেপ্রয়োজনীয় জৈব সার মেশানোহয়। ফলে যেখানে এইচাষ হবে সেই স্থানের মাটিরকোন সমস্যা বা মাটির গুণগতচরিত্র এই ক্ষেত্রে সমস্যানয়,এমনকি ছাদে অথবা যেকোনজায়গা যেখানে বিকল্প ছায়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারেএমন জায়গায় খুব সহজেই এইচাষ করা যায়। ফলেশহর কেন্দ্রিক চাষে, বস্তায় আদাচাষ সহজেই করাযেতে পারে।

সংক্ষিপ্তচাষ পদ্ধতি

১) জীবাণুমুক্ত ভালো বীজ সংগ্রহকরা এবং তাকে অবশ্যইজীবাণুনাশক দিয়ে শোধন করা।

২) মাটি যা ব্যবহার করাহবে তাকে রোদে ভালোকরে শুকিয়ে নিতে হবে, প্রয়োজনেরাসায়নিক বা জৈব ছত্রাকনাশকদিয়ে শোধন করতে হবে।

৩) সিমেন্টের ব্যবহৃত বস্তা, সংগ্রহ করে ভালো করেজলে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে নিতেহবে। একেকটি বস্তায় ৫০ কেজি মতোমাটি ও জৈব সারমিশ্রণ দিতে হবে। বস্তারনিচে দুটি করে ইটদিতে হবে।

৪) ২০ থেকে ২৫ গ্রামআদার বীজ চারটি করেপ্রতি বস্তায় বসাতে হবে। এক একটিবস্তায় ১০০ গ্রাম আদারবীজ লাগবে। বস্তার সংখ্যার হিসেবে, হিসাব করে নিয়ে বীজসংগ্রহ করতে হবে।

৫) ১৫ ই মার্চ থেকেএপ্রিল মাসের শেষ পর্যন্ত বস্তায়বা জমিতে আদা বসানো যাবে।

৬) যতক্ষণ পর্যন্ত না অঙ্কুরোদগম করেগাছ বেরোচ্ছে, মাটির শুকনো ভাব দেখে নিয়েঅল্প অল্প করে জলদিতে হবে। মাটিতে অতিরিক্তজল দিলে আদা পচেযাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এই ক্ষেত্রে বিশেষসতর্কতা নিতে হবে।

৭) গাছ বেরোনোর পর, বিশেষ করেবর্ষার সময় প্রতি বস্তারনিচের দিকে ধারালো ব্লেডদিয়ে ক্রস চিহ্নের মতোকরে চার-পাঁচটি স্থানেমাটি থেকে অন্তত ছয়থেকে আট ইঞ্চি উপরেবস্তা গুলিতে কেটে দিতে হবে।যাতে করে বর্ষার সময়বা জল দেওয়ার ক্ষেত্রেঅতিরিক্ত জল থাকলে, ওইকেটে দেওয়া অংশ দিয়ে জলবেরিয়ে যায়। জল নিকাশি ব্যবস্থাখুব ভালো না হলেআদা পচে যাওয়ার সম্ভাবনাবেড়ে যায়।

৮) পাতা ও কাণ্ড পচাঅথবা গোড়া পচা ধরনের পচনআদার ক্ষেত্রে হতে পারে পাতাএবং কাণ্ড পচা ছত্রাক জনিতএবং গোড়া পচাও ছত্রাক জনিত, তবে মূল ক্ষতিকারক গোড়াপচা, তা ব্যাকটেরিয়াজনিত পচন।সঠিক রোগ চিহ্নিত করেছত্রাক নাশক অথবা ব্যাকটেরিয়ানাশক ব্যবহার করতে হবে। সাধারণভাবেবস্তায় আদার চাষ করারক্ষেত্রে ১৫ দিন ছাড়ারাসায়নিক ছত্রাকনাশক যেমন কপার অক্সিক্লোরাইড ব্যবহার করলে রোগের প্রাথমিকপ্রাদুর্ভাব কমানো যায়।

৯) বসানোর দিন থেকে দশমাস পরফসল তোলা যায়। সাধারণভাবেএপ্রিল মাসে বসালে জানুয়ারিরশেষ থেকে ফেব্রুয়ারি প্রথমসপ্তাহে আদা সংগ্রহ করাযায়।

১০) একটি বস্তায় রোগ মুক্ত পদ্ধতিতে আদা চাষ করলে ন্যূনতম আড়াই কেজি থেকে সাড়ে তিন কেজি পর্যন্ত, অনেক ক্ষেত্রে ৪ কেজি পর্যন্ত আদা পাওয়া যায়। ফলে লাভ ক্ষতি হিসাব দেখলে মোটামুটি ৫০ টাকা খরচ করে বস্তা পিছু ৩০০ টাকা পাওয়া যায়।

আদা চাষের সাধারন কথাগুলি

আদাএকটি বহুমুখী এবং অত্যন্ত মূল্যবানমসলার ফসল, যা এরসুগন্ধি ও ঔষধি গুণেরজন্য পরিচিত।

মাটিও জলবায়ু :

আদাচাষ করার জন্য উষ্ণও আর্দ্র জলবায়ু পূর্ণ আবহাওয়া দরকার।সামান্য ছায়াযুক্ত স্থানে আদা চাষ ভালহয়। আদা চাষের জন্যঊর্বর দোআঁশ মাটি সবচেয়ে ভালো।তবে এঁটেল মাটিতে চাষ করলে জল নিষ্কাশনেরখুব ভালো ব্যবস্থা থাকতেহবে। পিএইচ ৫.৫-৬.৫।

জমিতৈরী:

আদাচাষের জন্য জমিতে ভালোকরে ৫/৬টি চাষও মই দিয়ে এবংমাটি ঝুরঝুরে করে জমি প্রস্তুতকরতে হবে। আদা চাষকরার জন্য উঁচু অথবামাঝারী উঁচু জমি নির্বাচনকরতে হবে। খেয়াল রাখতেহবে আদা চাষ করারজমিতে যেন জল নাজমে।

বীজশোধন:

পচনরোগ থেকে রক্ষা পাওয়ারজন্য বীজ শোধন করতেহবে। এজন্য ১০ লিটার জলে২০-২৫ গ্রাম ম্যানকোজেব বা ১০ গ্রাম কারবেনডাজিম মিশিয়েতাতে ১০ কেজি আদাবীজ আধা ঘন্টা পর্যন্তভিজিয়ে তুলে ছায়াযুক্ত স্থানেখড়/চট দিয়ে ঢেকেরাখলে ভ্রূণ বের হয়। এভ্রূণযুক্ত আদা জমিতে রোপণকরতে হবে।

বীজেরহার:

আদারফলন অনেকাংশে বীজের আকারের উপর নির্ভর করে।বীজ আদার আকার বড়হলে ফলন বেশি হয়। সাধারণত ৩৫-৪০ গ্রামআকারের বীজ রোপণ করলেআদার ফলন বেশি হয়।এ আকারের বীজ রোপণ করলেবিঘা প্রতি ৩০০ কেজি আদার প্রয়োজন হয়। অপরদিকে, ছোট (২০-৩০গ্রাম) আকারের বীজ ব্যবহার করলেখরচ কম হয়। এআকারের বীজ রোপণ করলেবিঘা প্রতি ২৭০ কেজি আদার প্রয়োজন হয়।

নদীয়া কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত ও

ডঃ মলয় কুমার সামন্ত

ভারপ্রাপ্ত অধিকারী কর্তৃক প্রচারিত

যোগাযোগ: নদীয়া কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র

nadiakvk@gmail.com

www.nadiakvk.in

www.facebook.com/nadiakvk

www.x.com/nadiakvk

www.youtube.com/@nadiakvk

Designed By: Jharnendu Hembram

রোপনপদ্ধতি:
সারিথেকে সারির দূরত্ব হবে ৫০ সেমিএবং কন্দ থেকে কন্দ২৫ সেমি দূরত্বে রোপণকরা হয়। একক সারিপদ্ধতিতে ৫০ সেমি পরপর৫-৬ সেমি গভীরকরে সারি তৈরি করারপর ২৫ সেমি দূরত্বেবীজ আদা রোপণ করতেহয়।

সারপ্রয়োগ:
বেশি ফলন পেতে হলে আদার জমিতে প্রচুর পরিমাণ জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। বিঘা প্রতি গোবর সার ১-২ টন, ইউরিয়া ৩৫ কেজি, এসএসপি ৫০ কেজি, এমওপি ১৫ কেজি, জিঙ্ক ৩ কেজি এবং বোরন ২ কেজিমাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। ১/৪ ভাগ ইউরিয়া , পুরো এসএসপি এবং এমওপি সারের অর্ধেক আদা রোপণের কদিন পূর্বে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া (১/২ ভাগ, প্রথম চাপান এবং ১/৪ ভাগ দ্বিতীয় চাপান) এবং বাকি এমওপি দ্বিতীয় চাপানে রোপণের ৪৫ দিন এবং ১০০-১১০ দিন পর প্রয়োগ করতেহবে। ১৫০ দিনের মাথায় প্রয়োজন হলে ৪-৫ কেজি ইউরিয়া দেওয়া যেতে পারে। অনুখাদ্য অভাব দেখা গেলে পাতায় স্প্রে করতে হবে। ট্রাইকোডারমা মেশানো গোবর সার রোগ প্রতিরোধ করে।

পরিচর্যা:
রোপণের৩-৪ সপ্তাহের মধ্যেআদার গাছ বের হয়।আদা রোপণের ৫-৬ সপ্তাহপর জমির আগাছা নিড়িয়েভালোভাবে পরিষ্কার করে দিতে হবে।এরপর প্রয়োজনমতো আগাছা পুণরায় পরিষ্কার করে সারপ্রয়োগ করতে হবে। আদাররাইজমের বৃদ্ধি এবং জল নিষ্কাশনেরজন্য ২-৩ বারেসারির মাঝখানে থেকে মাটি তুলেআদা গাছের গোড়ায় দিতে হবে। মালচিং: শুকনোপাতা বা খড়ের মতোজৈব মালচ ব্যবহার করুন, যা মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখতে এবংআগাছা দমন করতে সাহায্যকরবে।

রোগ ও পোকা :
সাধারণরোগ: রুট রট, লিফস্পট, এবং ব্যাকটেরিয়াল উইল্ট।পোকামাকড়: শুট বোরার, রুট-নট নিমাটোড এবং অ্যাফিড। যে দুটি বিষয়ে বেশি লক্ষ্য রাখতে হবে-

পাতাঝলসানো রোগ:
প্রাথমিকঅবস্থায় পাতায় ফ্যাকাশে হলুদ বর্ণের ডিম্বাকৃতিরদাগ পড়ে। এসব দাগগুলোরমধ্যে ধূসর বর্ণ হয়এবং চারপাশে গাঢ় বাদামি আবরণথাকে। রোগের প্রকোপ বেশি হলে দাগগুলোবড় হতে থাকে এবংএকত্রিত হয়ে যায়।

প্রতিকার:
বীজলাগানোর সময় রোগ ওপোকা মুক্ত বীজ ব্যবহার করতেহবে। প্রতি লিটার জলে ২.৫গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ মিশিয়ে২-৩ বার ১৫দিন পরপর স্প্রে করাযেতে পারে।

ডগাবা কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা:
কান্ডআক্রমণ করে বলে গাছেরবৃদ্ধি ব্যাহত হয়। ফলে উৎপাদনকম হয়। এ পোকারমথ কমলা হলুদ রঙেরএবং পাখার উপর কালো বর্ণেরফোটা থাকে। কীড়া হালকা বাদামিবর্ণের।

প্রতিকার:
পোকারআক্রমণ বেশি হলে, সুমিথিয়ন৫০ ইসি ২০ মিলিহারে প্রতি ১০ লিটার জলেমিশিয়ে ব্যবহার করা যায়। অথবাডারসবান প্রতি লিটার জলে ০.৫মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রেকরা যাবে। অথবা নুভাক্রন ১০০ইসি ১ মিলি/ লিটারজলে মিশিয়ে ১৫ দিন পরপর২ থেকে ৩ বারস্প্রে করতে হবে।

ফসলসংগ্রহ:
আধুনিকও উন্নত পদ্ধতিতে আদার চাষ করলেবিঘা প্রতি ২.৫ থেকে ৩টন ফলন পাওয়া যাবে।যা থেকে কৃষকবন্ধুরা বাজারজাতকরে ভালো লাভ পেতেপারেন |